ভুল সময়ে বিএনপির ভুল কর্মসূচি, নেতৃত্বে হতাশা

আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনিছুর রহমান। অক্টোবরে নির্বাচনী তফসিলও ঘোষণা হয়ে যাবে। এখন সময় নির্বাচনে কীভাবে অংশ নিবে এবং কারা সম্ভাব্য দলীয় প্রার্থী হবে তার হিসেব নিকেশের। সেখানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এখন এসে রোডমার্চের মতো কর্মসূচি দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করার কথা ভাবছেন। সরকার পতনের একদফা দাবি আর এই রোডমার্চ এখন সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরের কর্মসূচি। সময়ের কাজ সময়ে না করার খেসারত এর আগেও দলটিকে দিতে হয়েছে বলে মন্তব্য তাদের।

সরকার পতনের একদফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই রাজপথে আন্দোলনে আছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো। দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে এবার টানা কর্মসূচি দিয়েছে। কিন্তু সংগঠিত হতে পারেনি। এবার অক্টোবরকে সামনে রেখে চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে ওয়ার্মআপ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিএনপির তিন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলার নেতাদের সর্বশক্তি নিয়োগের বার্তা দেয়া হবে রোডমার্চ থেকে।

পরিকল্পনা মোতাবেক বলা হচ্ছে, পাঁচ বিভাগের পর ঢাকা বিভাগে সর্বশেষ রোডমার্চ করবে। এসব রোডমার্চ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবে বিএনপির তিন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। এনিয়ে নিজেদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির একাধিক নেতা। তারা বলছেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে এসব এলাকাভিত্তিক রোডমার্চ এর কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এখন আর বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সেই সামর্থ নেই যে টানা কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

বলা হচ্ছে, তারুণ্যের রোডমার্চের পর অক্টোবরের শুরুতেই ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা আসতে পারে। সেই মহাসমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিতে সরকারকে সময় বেধে দেয়া হতে পারে। যদিও তৃণমূলের নেতারা বলছেন, এর আগে বহুবার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। সেসব কোন কাজেই আসেনি। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং তৃণমূলের কর্মীদের কাছে নানাভাবে

হেয় হতে হয়েছে নেতৃত্বদের। বিএনপির তৃণমূ্লের নেতারা বলছেন, আল্টিমেটাম দিয়ে এখন আর কোন কাজ হবে না। সে সময় পেরিয়ে গেছে। বিএনপিকে এমন কিছু করতে হতো গত একবছরে যাতে করে সরকার তাদেরকে ছাড়া নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতে পারে।

এখন আর এই কর্মসূচি কোন কাজেই আসবে না উল্লেখ করে খুলনা বিভাগের এক বিএনপি নেতা বলেন, এটা আরও একবছর আগের কর্মসূচি। তখন থেকে কর্মসূচিগুলো পালন করলে এখন এসে সেটা এমন একটা জায়গায় যেতো যে সরকার প্রতিদিন টেবিলে বসতে বাধ্য হতো সমঝোতার জন্য। ফলে এই কর্মসূচি নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী নই।

এবিষয়ে জানতে চাইলে স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘আমরা এখন চাই আমাদের একদফা মেনে নিতে হবে। অক্টোবরে চূড়ান্ত আন্দোলন। তার আগে তৃণমূলকে এই চূড়ান্ত আন্দোলনের সাথী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সময় চলে যায়নি, সময় শুরু। তবে আগামী মাসের মধ্যে বুঝা যাবে খেলা কোনদিকে এগুচ্ছে’।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল না, এটাকে আমি বলি বিরোধী মহল। এজন্য তারা দেশবিরোধী কাজ করবেই। যারা ক্ষমতা থেকে ১৭ বছর ধরে বাইরে আছে তারা যেকোনভাবে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চেষ্টা করবে। ওদের কাছ থেকে এধরনের কর্মসূচি আসায় আমি বিস্মিত না। তবে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তারা যদি রাজনৈতিক সক্ষমতা দেখাতেই চায় তাহলে একইদিনে সব বিভাগে কর্মসূচি করে সক্ষমতা দেখাক। অন্য বিভাগ থেকে জেলা থেকে লোক জড়ো করে কর্মীদের উজ্জীবিত করার এটা অপচেষ্টা। আওয়ামীলীগ যখন বিরোধী অবস্থানে ছিলো তখন ২০০৪ সালে একইদিনে কর্মসূচি করে দেখিয়েছে। বিএনপির সেই শক্তি নেই। নির্বাচনের আগে সরকার যখন তার কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে এসে একের পর এক মেগা প্রজেক্ট উন্মোচন করছে তখন দেশকে অস্থিতিশীল করা বিএনপির অপরাজনীতি ছাড়া কিছু না ‘

বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের এক দাবির মাঝে যুক্ত হচ্ছে লেজ

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে গণমিছিল করেছে বিএনপি। সরকারের পদত্যাগসহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবি আদায়ের কথা বললেও বিএনপি প্রায়শ একটা দুটো দাবি লেজ আকারে জুড়ে দিচ্ছে। বিএনপির সব নেতার সাথে বসে সিদ্ধান্ত না নিয়ে হুট করে নতুন দাবি তোলা দলটির অভ্যন্তরীণ মন কাষাকষির কারণে হচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলোর একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৯ জুলাই ঢাকার চার প্রবেশমুখে বিএনপির সমন্বয়হীন অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে বারবার নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। ২৮ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে হুট করে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এই কর্মসূচি। এই আন্দোলন নিয়ে আগাম কোনো আলাপ আলোচনা যুগপৎ এর মধ্যে হয়নি। এধরনের সমন্বয়হীনতার বিষয় বিএনপির নেতারা বারবারই করছেন। যুগপৎ এর নেতারা বলছেন, বিএনপি এরকম করছে এবং সামনের দিনে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া শরিক দলগুলোর কোনো কোনোটির কাছ থেকে ভবিষ্যতে আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শরিকদের যুক্ত করা বা সময়মতো অবহিত করার পরামর্শ এসেছে।

সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যায় বিএনপিসহ ৩৬ রাজনৈতিক দল। গত জুলাই মাসে এসব দলে যারা যুক্ত হয় তাদের অধিকাংশ বিএনপির সমমনা দল। যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য। এর পরেই এক দফা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সেসময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিগগিরই আমরা এক দফা আন্দোলন শুরু করব। অর্থাৎ বিএনপির ১০ দফা ও যুগপৎ আন্দোলনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দফাগুলো মিলিয়ে এক দফা করা হয়েছে। অবৈধ সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নতুন কমিশনের অধীনে নির্বাচন। এখন এসব দাবি নিয়ে একটা জায়গায় আমরা এসেছি। সেটা মূলতই এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগের দাবি’।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, যদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদফা দাবিতেই লাগে তাহলে বিএনপি একেক সময় একেকটি দাবি যুগপৎ এর কর্মসূচিতে কীভাবে যুক্ত করে? যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, “আমরা এখন যারা যুগপৎ আন্দোলনে আছি তারা লিয়াজো কমিটির মাধ্যমে কাজ করছি। বিক্ষোভ, অবরোধ, ঘেরাও ও হরতালসহ সব কর্মসূচিই আমাদের বিবেচনায় আছে। আমাদের দাবি একটা। এর সাথে পৃথক দাবি যার যার দলের থাকতে পারে। যুগপৎ কর্মসূচির বাইরেও আমাদের নিজস্ব কর্মসূচি থাকবে।” যদিও বিএনপি নেতা রিজভী বারবারই যুগপৎ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়ে একাধিক দাবি ঘোষণা দিয়ে দেন।

আরেকটি বিষয়েও যুগপৎ এর সঙ্গে তথ্যগত লুকোচুরি করছে বিএনপি। যুগপৎকে না জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামায়াতে ইসলামীর এক সিনিয়র নেতা জানান, ‘আমরা সাথে আছি বলছি না। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত চূড়ান্ত আন্দোলনে নেতাকর্মীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। সবগুলো দল নামনে তখন আমরাও মাঠে থাকবো।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

আলোচনা সভা ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের আয়োজনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা

বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন এর সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লায়লা আরজুবান বানু, সিনিয়র সহ-সভাপতি পলি খাতুন বেদানা, সহ-সভাপতি সাবিয়া আক্তার সহ জেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। এই সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। গায়েবী মামলা, হামলা করে আমাদের দমানো যাবে না।’

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটি; সেনজির সভাপতি, বিপ্লব সম্পাদক

আকিব জাভেদ সেনজিরকে সভাপতি ও সাজেদুর রহমান বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের ১৫ সদস্যের আংশিক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল এ কমিটি অনুমোদন দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র সহসভাপতি আলমগীর হোসেন, সহসভাপতি তৌফিক এলাহি শাকিল, নাহিদ মাহবুব সানি, নাজমুল হক শান্ত, জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বী হোসেন।

আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক গ্রেফতার

গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনে মেঘলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মকবুল হোসেন গাংনী বাস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃতু ওয়াজ উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি মামলায় মকবুল হোসেন মেঘলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মকবুল হোসেনকে মেঘলাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আয়োজনে রজব আলী সুপার মার্কেটে বিএনপির পার্টি অফিসে এ প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ

সফিকুল ইসলাম পিটু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সরদার নুরুজ্জামান।

এসময় প্রধান অতিথি বলেন দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতির বাজারে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেরেছে তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। দেশের সাধারণ মানুষ আর এই ভোট চোর সরকারকে চাইনা। জনগণ এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই এখনো সময় আছে আপনারা সংশধন হন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে ছাড়া এই বাংলায় আর ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসা যাবেনা। তানাহলে এদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চোরদের প্রতিহত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম মনির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক এম, আরজ আলী শান্ত,স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নূর আমিন লালন, সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম ইফতেখারুল হক।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ তালহা’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শহিদুজ্জামান বিলাস, সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, যুগ্ন সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ, যুগ্ন সম্পাদক হামিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হাসান টুটুল। জীবননগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবু তালেব, সদস্য সচিব এখলাছুর রহমান রাসেল, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আসরাফ হোসেন, সদস্য সচিব সুমন বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নূরে আলম সিদ্দিকী, পৌর আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এস এম হাসান, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রাজা, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রুবেল হাসান, সদস্য সচিব বিদ্যুৎ

হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইমদাদুল হক, পৌর আহ্বায়ক কামরুল হাসান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,আলমডাঙ্গা উপজেলা, দামুড়হুদা উপজেলা ও জীবননগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপির স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও যুবদলের সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী হাসপাতাল বাজারে বিএনপির একাংশের কার্যালয়ে পৌর বিএনপির আয়োজনে এ স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শান্ত আহমেদ বিশ্বাস,গাংনী উপজেলা ছাত্রদল নেতা জী কে শামীম,গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক জুনায়েদ আলি,মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রনি,গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভি,গাংনী উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন,গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, পৌর যুবদল নেতা মিজানুর রহমান (তোতা), ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারন সম্পাদক আসাদ, পৌর ছাত্রদল নেতা রাকিবুল ইসলাম রাকিব,গাংনী পৌর কৃষকদল নেতা আমিনুল ইসলাম,কৃষকদল নেতা রনি আহমেদ,সাবেক ছাত্রনেতা সাহিবুর রহমান,কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বকুল,বিএনপি নেতা আঃগনি, পৌর বিএনপি নেতা এনামুল হক সহ গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির ৪৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।আজ শনিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের মাঠ প্রাঙ্গনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুর জব্বার সোনা। এসময় সভাটি আয়োজন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি।

আলোচনার শুরুতে দলের কার্যক্রম ও দল আরো শক্তিশালী করার লক্ষে দলের নেতাকর্মিদের সাথে আলোচনা করা হয়।

সভার প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ- কোষাধ্যক্ষ মাহবুব হাসান খান বাবু বলেন, এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে। অরাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশ অধপতনে যাবে। তাই সরকারের পদত্যাগ করাতে হবে। বিএনপির আদর্শকে লালন করে আগামী নির্বাচনে বিএনপি জয়যুক্ত করতে হবে। বিএনপির জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে দেশে উন্নয়ন হয়েছে। আওয়ামী লীগের কারণে আজ দেশ জাহান্নামে চলে গেছে। শেখ হাসিনার সরকার অত্যাচারি সরকার। ১৫ টি বছর দেশের গণতন্ত্র হত্যা করছে। এখানো নীল নকশা করে যাচ্ছে। এই অবৈধ সরকারকে বিতাড়িত করে পতন ঘটানো। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। বাংলাদেশের ভোট অধিকার দিতে হবে। এই ভোট চোরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হবে।
তিনি আরো বলেন, বিএনপির তরুণ দলরাই পারবে এ দেশকে জুলুম ও নির্যাতন সরকারের বাঁচাতে। আগামি দিনই তারেক জিয়ার নেতৃত্বে এ দেশের গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আজ বিএনপি দলকে সমর্থন করছে। তাই আগামি দিনের নেতা তারেক জিয়া। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে। গণতন্ত্র ফিরে আসতে হলে সবাইকে লড়তে হবে। শেখ

হাসিনার সরকার ভোট চুরির সরকার। আওয়ামী লীগের রক্তের মধ্যে ভোট চুরি করছে। বাংলাদেশ যতদিন আছে ততদিন এই বিএনপি দল থাকবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ, চুয়াডাঙ্গা জাসদ দলের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি পাপেন, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেকুল ইসলাম, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহিন, আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, দামুড়হুদা উপজেলা সদর বিএনপির সভাপতি কুতুবউদ্দিন, মোনহারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুল সরদার, পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী, কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লালন, আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফরজ আলী, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত দলের সকল নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র র্যালী ও সমাবেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ র্যালী করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ শনিবার (২ সেপ্টেম্বর)সকাল সাড়ে ১০টায় শহরের কলেজ মোড় এলাকায় বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ বলেন, ‘নিরপেক্ষ

তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে, আর তার আগে এই অবৈধ পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে। তারপর বিএনপি বিবেচনা করে দেখবে নির্বাচনে যাবে কি যাবে না।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনকে দমানো যাবে না। গুম-খুন -ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। মামলা, হামলার অনেক শিকার হয়েছি আর না। জনগণ যখন রাস্তায় নেমেছে এ সরকারের পতন ঘটিয়েই আমরা ঘরে ফিরব।’

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি বিশাল র্যালী বের হয়।

র্যালীটিতে আনুমানিক ৫ সহস্রাধিক নেতা কর্মী অংশগ্রহণ করে। র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে যেয়ে শেষ হয়। মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও তার সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই র্যালীটিতে অংশ নেয়।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিএনপি’র (৪৫) তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে উপজেলা ও পৌর কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকালে স্থানীয় মেইন বাসষ্টান্ড উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে খান আবাসিকের সামনে পৌছালে মিছিল টি তে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে পৌর পাঠাগারের সামনে গিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সহ-সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল।

সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ আব্দুল মজিদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবুবকর বিশ্বাস, পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ হারুন অর রশীদ, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি প্রভাষক মোঃ সাইফুর রহমান পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইকরামুল হক,উপজেলা বিএনপি দপ্তর সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, যুগ্ম আহ্বায়ক আবু তালেব রিপন, উপজেলা ছাত্রদের আহ্বায়ক নাছির উদ্দীন লিয়ন,সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, পৌর ছাত্র দলের আহ্বায়ক নিশু, সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি প্রমূখ।

এসময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।